মামলুকাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১

(১)হযরত ইসা মসিহের বংশতালিকা- হযরত ইসা মসিহ হযরত দাউদ আ.র বংশধর এবং হযরত দাউদ আ. হযরত ইব্রাহিম আ.র বংশধর। (২)হযরত ইব্রাহিম আ.র ছেলে হযরত ইসহাক আ.; হযরত ইসহাক আ.র ছেলে হযরত ইয়াকুব আ.; হযরত ইয়াকুব আ.র ছেলে হযরত ইহুদা আ. ও তার ভাইয়েরা; (৩)ইহুদার ছেলে ফারিস ও জেরহ- তাদের মা ছিলেন তামর; ফারিসের ছেলে হিস্রোন; হিস্রোনের ছেলে অরাম; (৪)অরামের ছেলে আমিনাদব; আমিনাদবের ছেলে নহসোন; নহসোনের ছেলে সালমুন; (৫)সালমুনের ছেলে বোয়াঝ- তার মা ছিলেন রাহাব; বোয়াঝের ছেলে ওবেদ- তার মা ছিলেন রুত; ওবেদের ছেলে ইয়াচ্ছা; (৬)ইয়াচ্ছার ছেলে বাদশা দাউদ। (৭)হযরত দাউদ আ.র ছেলে হযরত সোলায়মান আ.- তার মা ছিলেন উরিয়ের বিধবা স্ত্রী; সোলায়মানের ছেলে রহাব্যাম; রহাব্যামের ছেলে আবিয়া; আবিয়ার ছেলে আসা; (৮)আসার ছেলে ইয়াহুসাফাত; ইয়াহুসাফাতের ছেলে ইউরম; ইউরমের ছেলে উজ্জিয়া; (৯)উজ্জিয়ার ছেলে ইউতাম; ইউতামের ছেলে আহাঝ; আহাঝের ছেলে হিযকিয়া; (১০)হিযকিয়ার ছেলে মানাচ্ছা; মানাচ্ছার ছেলে আমুন; আমুনের ছেলে ইউসিয়া; (১১)ইউসিয়ার ছেলে ইয়াকুনিয়া ও তার ভাইয়েরা- ব্যবিলনে নির্বাসনের সময় পর্যন্ত।

(১২)ব্যবিলনে নির্বাসনের পর- ইয়াকুনিয়ার ছেলে সালতিয়েল; সালতিয়েলের ছেলে ঝারুব্বাবিল; (১৩)ঝারুব্বাবিলের ছেলে আবিহুদ; আবিহুদের ছেলে আলি ইয়াকিম; আলি ইয়াকিমের ছেলে আঝুর; (১৪)আঝুরের ছেলে সাদুক; সাদুকের

ছেলে আখিম; আখিমের ছেলে আলিয়ুদ; (১৫)আলিয়ুদের ছেলে আলি আঝার; আলি আঝারের ছেলে মাতিন; মাতিনের ছেলে ইয়াকুব; (১৬)ইয়াকুবের ছেলে ইউসুফ- মরিয়মের স্বামী; এই মরিয়মের গর্ভেই জন্মেছিলেন হযরত ইসা আ., যাঁকে মসিহ বলা হয়।

(১৭)এভাবে হযরত ইব্রাহিম আ. থেকে হযরত দাউদ আ. পর্যন্ত সব মিলিয়ে চৌদ্দ পুরুষ, হযরত দাউদ আ. থেকে ব্যাবিলনে নির্বাসন পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ এবং ব্যাবিলনে নির্বাসন থেকে মসিহ পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।

(১৮)হযরত ইসা মসিহের জন্ম এভাবে হয়েছিলো- হযরত ইউসুফ র. এর সাথে তাঁর মা বিবি মরিয়ম রা. এর বিয়ে ঠিক হয়েছিলো কিন্তু তাদের বিয়ের আগেই জানা গেলো যে, তিনি আল্লাহর রুহের মাধ্যমে গর্ভবতী হয়েছেন।

(১৯)তার স্বামী হযরত ইউসুফ র. আল্লাহর হুকুমের বাধ্য ছিলেন। তিনি মানুষের সামনে তাঁকে লজ্জায় ফেলতে চাইলেন না। এজন্য তিনি গোপনে বিয়ে ভেঙে দেবার পরিকল্পনা করলেন। (২০)কিন্তু তিনি যখন এসব ভাবছিলেন, তখন আল্লাহর এক ফেরেস্তা স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাকে বললেন, দাউদের বংশধর ইউসুফ! মরিয়মকে তোমার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে ভয় করো না। কারণ আল্লাহর রুহের মাধ্যমেই তার গর্ভে সন্তান এসেছে। তার একটি ছেলে হবে।

(২১)তুমি তার নাম রাখবে ইসা। কারণ সে তার লোকদের তাদের গুনাহ থেকে নাজাত করবে। (২২)এসব হয়েছিলো যেনো নবির মাধ্যমে আল্লাহ যেকথা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়- (২৩) দেখো, একজন কুমারী গর্ভবতী হয়ে এক পুত্রের জন্ম দেবে এবং তারা তার নাম রাখবে ইম্মানুয়েল। এর অর্থ হলো- আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।

(২৪)হযরত ইউসুফ র. ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর ফেরেস্তার হুকুম অনুসারেই কাজ করলেন। (২৫)তিনি তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন কিন্তু ছেলের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে মিলিত হলেন না এবং তিনি তাঁর নাম রাখলেন ইসা।